“রব্বি যিদনী ইলমা” হে আমার রব, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও (সূরা ত্ব-হা : ১১৪)

www.themessagecanada.com

Bismillahir Rahmanir Raheem

দি মেসেজ

ISE
Institute of Social Engineering, Canada
www.isecanada.org

The Message

VOLUME 6, ISSUE 4 JUL-AUG, 2012

কুরআন বুঝা সকলের জন্যই সহজ

কুরআনে আল্লাহ বলছেন ঃ “আমি উপদেশ নেয়ার জন্য কুরআনকে সহজ উপায় বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ নেয়ার মতো কেউ আছে কি?” (সূরা কামার ৫৪ ঃ ১৭)

আল্লাহ নিজে বলেছেন কুরআন বুঝা সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মুসলিম মসজিদের মধ্যে বসে আলোচনা করেন এবং বলেন কুরআন আমাদের বুঝার কাজ না। আমরা সাধারণ পাবলিক। আমরা কুরআনের বুঝবো কি? কুরআন বুঝবে আলিমরা, কুরআন বুঝবে বড় বড় মুহাদ্দিস বা মুফাসসিররা, আমরা এসব বুঝবোও না।

কিন্তু এখানে ভেবে দেখার বিষয়টা এই যে – আমরা যদি কুরআন না পড়ি তাহলে আমরা বুঝবো কি করে যে তাদের কথাটা সঠিক না বেঠিক? যারা এ ধরনের কথা বলেন যে কুরআন আমাদের বুঝার কাজ না, শুধু আলিমরা বুঝবে, তারা শয়তানের বড় ধরনের প্ররোচনায় পড়ে ভুলের মধ্যে আছেন। আল্লাহ কি কুরআন এজন্য নাযিল করেছেন যে, কুরআন শুধু আরবী শিক্ষিত মাওলানারা বুঝবেন, আর যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ইউনিভার্সিটি গ্যাজুয়েট তারা বুঝবেন না? আল্লাহ কি এমন একটা দুর্বোধ্য কিতাব নাযিল করেছেন? আল্লাহ বলছেন ঃ “সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার [রাসূলের] উপর এ কিতাব নাযিল করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো বক্রতা রাখেননি।” (সূরা কাহফ ১৮ ঃ ১)

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে অঙ্ক অবশ্যই একটা কঠিন সাবজেক্ট। তবে যে ছেলে অঙ্ক বুঝে তার কাছে এটা পানির মত, আর যে বুঝে না তার জন্য পাহাড়ের মত। কিন্তু যে ছেলে অঙ্ক বুঝে সে তো চেষ্টা করেই বুঝেছে। চেষ্টা না করে জন্মগ্রহণ করেই তো অঙ্ক করা শিখেনি। তাই কুরআন বুঝার জন্য একদিনও চেষ্টা করলাম না শুধু নিরাশাবাদীরা কি বলে তাই শুনে দিন কাটালাম তাহলে হবে কী করে?

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন আমাকে ভয় করে আমার পথে যে চলতে চায় তার জন্য আমার রাস্তা খুলে দেই, চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন দুর্বোধ্য কিতাব হিসেবে নয় বুঝার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ।

অনেকে মনে করেন কুরআনের চাইতে বিজ্ঞান উন্নত। এটি ভুল। কুরআন হচ্ছে বিজ্ঞানের উৎস। আমেরিকার নাসাতে (NASA) চারজন বিজ্ঞানীকে রাখা হয়েছে যাদের ফুলটাইম অফিসিয়াল কাজ হচ্ছে শুধু কুরআন পড়া, কুরআন নিয়ে গবেষণা করা। বিজ্ঞানীরা আজ যা আবিষ্কার করছেন তা কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ১৪শত বছর আগে বলে রেখেছেন। যেমন কিছু দিন আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ব্ল্যাক হোল (black hole)-এর কথা, কিন্তু আল্লাহ এই কথা বলে রেখেছেন অনেক আগেই। কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, রাজনীতি আছে, এর মধ্যে অঙ্ক আছে, ভুগোল আছে, ইতিহাস আছে। এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, শিক্ষানীতি, যুদ্ধনীতি, বন্দিনীতি, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জ্যোতিবিজ্ঞান কী নেই? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সব কিছু খুলে খুলে আমি কুরআনের মধ্যে বর্ণনা করে দিয়েছি।

---বাকী অংশ ২য় পাতায়

From the Qur'an:

(হে নবী!) আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যাতে, আপনি কষ্টে পড়ে যান” (সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ২)

From the Hadith:

‘আয়িশাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহর নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত যে অতি ঝগড়াটে। (সহীহ বুখারী)

ভেতরের পাতায়

বুখারী থেকে কিছু সহীহ হাদীস......	3	বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বাছাই পদ্ধতি	6
কুরবানী সম্পর্কে মূল্যবান কিছু তথ্য	4	পর্দার উপকারিতা.....	7
স্বামী-স্ত্রীর সুখী জীবনের কিছু টিপস...	5	একজন নন-মুসলিমের মুসলিম হওয়ার শিক্ষণীয় ঘটনা ...	8
নিজ স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দেয়া নিষেধ...	5	কুরআন পোড়ানোর ঘোষণার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ	8

দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম)

---১ম পাতার পর

কুরআন বুঝা সকলের জন্যই সহজ

তবে কুরআনের মধ্যে বিজ্ঞান আছে বলে এটা বিজ্ঞানের কোন বই নয়। কুরআনের মধ্যে ইতিহাস আছে বলে এটা ইতিহাসের বই নয়। কুরআনের মধ্যে ভূগোল আছে বলে এটা ভূগোলের বই নয়। এর মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি আছে বলে এটা রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির বই নয়। এর মধ্যে ফৌজদারী, দন্ডবিধি, জুডিসিয়াল ল' আছে বলে এটা কোন পিনাল কোডের (Penal code) বই নয়। তবে এটা কী?

পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য, গোটা মানবগোষ্ঠী পরিচালনা করার জন্য যত নীতির প্রয়োজন সমস্ত নীতির মূলনীতি এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আমরা কুরআন যদি বুঝি তাহলে সব বুঝা হবে। আমরা নানা রকম পড়াশোনা করে নানা প্রফেশনাল হই, অবসর সময় পেলে গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়ি কিন্তু শুধুমাত্র কুরআন পড়ি না, বুঝার চেষ্টাও করি না, অথচ বলি, সব জানি।

আইনস্টাইন সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'জীবনের শেষে জ্ঞান সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সামান্য বালুকণা নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেলাম কিন্তু অকুল জ্ঞানসমুদ্রের কিছুই দেখতে পারলাম না। এটা হলো জ্ঞানীদের কথা। আর আমাদের যাদের জ্ঞান কম তারা বলি সব জানি, সব বুঝি। আসলে কিছুই জানি না। সত্যিকার জ্ঞানীরা কখনো দাবী করেন না সব বুঝেন। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ কুরআনে শিখিয়ে দিয়েছেন, বল "রব্বি যিদনী ইলমা" "হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও"। যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে অস্বীকার করা হয় তা আবু জাহেলের জ্ঞান আর যে জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে চেনা যায় তা মুহাম্মাদ (সা.)-এর জ্ঞান।

কুরআন তো এসেছিল মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন "(হে নবী!) আমি আপনার উপর এ কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যাতে আপনি কষ্টে পড়ে যান" (সূরা ত্ব-হা ২০ ঃ ২)। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মুসলিমগণ কুরআনকে সম্মান করেছে, ততদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মুসলিমরা সম্মানিত ছিল। আর যখন কুরআন ত্যাগ করেছে, তখন তাদের উপর নেমে এসেছে অশান্তি।

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক আজ তাবিযের সম্পর্ক। কুরআনের কাছে কখন যাই? যখন কিছু চুরি হয়ে যায় ঘরে। তখন মৌলভী সাহেবের কাছে যাই। হুজুর আমার তো ঘর থেকে সোনা চুরি হয়ে গেছে। চোর ধরার জন্যে চাল পড়া দেন অথবা একটা তাবিয লিখে দেন। এতে মনে হচ্ছে কুরআন এসেছে চাল পড়া বা তাবিয লিখার জন্য, চোর ধরার জন্য। কুরআন শরীফের কোন আয়াত পড়ে চালে ফুঁ দিয়ে সে চাল পড়া দিয়ে যদি চোর ধরা যেত, তাহলে পৃথিবীতে মুসলিম দেশগুলোতে পুলিশের চাকুরী থাকত না। ঐখানে সব চাকুরী হতো মৌলভী সাহেবদের। তাদের বস্তায় বস্তায় চাল দেয়া হতো আর বলা হতো, হুজুররা, আপনারা শুধু চাল পড়বেন আর চোর ধরবেন। এটাই আপনাদের কাজ।

কুরআন শরীফ চোর ধরার জন্য আসেনি। ডাকাত ধরার জন্য আসেনি। হত্যাকারীকে ধরার জন্য আসেনি এই কুরআন। তাহলে কুরআন কেন এসেছে? কুরআন এসেছে চোর ধরার জন্য নয়, চুরিকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার জন্যে। কুরআন ডাকাত ধরতে আসেনি, ডাকাতিকে বন্ধ করার জন্যে। হত্যাকারীকে ধরতে আসেনি, অবৈধ রক্তপাতকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেবার জন্য কুরআন এসেছে। কুরআন স্বৈরাচারীকে ধরতে আসেনি, স্বৈরাচারের কণ্ঠকে চিরকালের জন্য নীরব করে দিতে এসেছে কুরআন।

আমরা বুঝিনি। কুরআনকে চুমা দিয়েছি, মাথায় লাগিয়েছি, বুকে লাগিয়েছি। এ পর্যন্তই। কুরআনকে চুমা দেবো, মাথায় লাগাবো, কিন্তু কুরআন বুঝিও না, পড়তেও পারি না, আমলও করি না। চুমা দিয়ে কাজ হবে? ডাক্তার আমাকে প্রেসক্রিপশন দিল, আমি প্রেসক্রিপশন নিয়ে মাথায় লাগালাম, বুকে লাগালাম, অথবা গ্লাসের মধ্যে পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেলাম, অথবা পুটলি বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম, রোগ ভাল হবে? যদি কোন রোগী এমন ব্যবহার করে আমরা তাকে কী বলবো? পাগল, তাই নয় কি? আর কুরআনের সাথে আমরা কী করছি? আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দেয়া এই মহা প্রেসক্রিপশন। আল্লাহ মহান চিকিৎসক। গোটা পৃথিবীব্যাপী মানসিক রোগ, শারীরিক রোগ, সামাজিক রোগ, রাজনৈতিক রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত্র শান্তি আর আখিরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের পথ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা করেছেন এই কুরআনের মধ্য দিয়ে।

মৌলভী সাহেবের কাছে যাওয়া হলো, কোন আলেম সাহেব, ইমাম সাহেবর কাছে যাওয়া হলো, উনি লাল কালি দিয়ে কতগুলি আয়াত লিখে দিলেন, আর আমি তা পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে ৪১ দিন খেলাম! আস্তাগফিরুল্লাহ! কী অন্যায়! অথবা তাবিজ বানিয়ে রূপার মাদুলীর মধ্যে ঢুকিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখলাম! মহা অন্যায়! আল্লাহর কুরআনের সাথে এ ব্যবহার করার জন্য এই কুরআন নাযিল করেননি। আমরা অন্যায় করছি।

হ্যাঁ, কুরআন থেকে ইচ্ছে করলে কেউ ঝাড়ফুঁক দিতে পারেন। এটা জায়েয আছে কিন্তু ভুল বুঝা যাবে না, কুরআন ঝাড়ফুঁকের জন্য নাযিল করা হয় নাই। ঝাড়ফুঁকের জন্য সূরা ফাতিহা এবং সূরা ফালাক আর নাস ব্যবহার করা যেতে পারে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঝাড়ফুঁক করেছেন। সাহাবীরা করেছেন। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবিজ লিখেন নাই। তাবিজের অনুমতি দেন নাই। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লক্ষাধিক সাহাবীর একজন সাহাবীও জীবনে তাবিজ লিখেন নাই। অথচ আমরা কুরআনকে তাবিজ বানিয়েছি। এই তাবিজের ফাঁদ থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। এই ধরণের শিরক থেকে মুক্ত হতে হবে। কুরআন পড়তে শিখতে হবে এবং বুঝতে হবে। কুরআন বুঝা নিজের জন্য ফরয বানিয়ে নিতে হবে। কুরআন শিক্ষা করা আমাদের জন্য ফরয। এই ফরয কুরআন শিক্ষা বাদ দেয়ার কারণেই আজ পৃথিবীর মুসলিমদের এই অবনতি, দুর্দশা।

কুরআন শুধু মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে তিলাওয়াত করার জন্য আসেনি। আবার তিলাওয়াতের অর্থও আমরা ঠিক মতো জানি না। তিলাওয়াত আরবী শব্দ এর আভিধানিক অর্থ আবৃত্তি বা recitation নয়। আরবী ডিকশনারী অনুযায়ী তিলাওয়াত অর্থ to follow বা অনুসরণ করা। অর্থাৎ তিনটি বিষয়ের combination হচ্ছে তিলাওয়াত। ১) যা পড়া হবে তা শুদ্ধ করে পড়া ২) যা পড়া হবে তা বুঝা এবং

---বাকী অংশ ৩য় পাতায়

---২য় পাতার পর : কুরআন বুঝা সহজ

৩) যা বুঝা হবে তা জীবনে বাস্তবায়ন করা। আবু বকর (রা.)-এর ছেলে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেছিলেন, সুরা বাকারা পড়তে তার আড়াই বছর সময় লেগেছে। অথচ তার ভাষা ছিল আরবী। শুধু সূরা বাকারা পড়তে তার এতো সময় লাগলো কেন তার ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, তিনি এটা পড়েছেন, বুঝেছেন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন।

অথচ আমরা এই কিতাব না বুঝে শুধু খতমের পর খতম দেই। বিশেষ করে রমাদান মাসে তো খতমের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, কে কত খতম দিল! আবার দেখা যায় সবার ঘরেই কুরআন আছে কিন্তু অনেকেই তা মখমলের কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে শেলফের উপরের তাকে খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছেন যেন তা সহজে কেউ স্পর্শ করতে না পারে। দিনের পর দিন এভাবে থেকে তার উপর ধুলা জমে। আর এই কিতাব কখন নামানো হয়? কখন কাপড়ের গিলাফ থেকে বের করা হয়? যখন কেউ মারা যায়। তখন মৃতের কোন কোন আত্মীয়-স্বজন বসে যান তিলাওয়াত করার জন্য, লাশকে সূরা ইয়াসিন পড়ে শুনানো হয়। এছাড়া মসজিদ-মাদ্রাসা থেকে হুজুর ভাড়া করে আনা হয় কুরআন খতম করার জন্য। কী আশ্চর্যের বিষয় কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানো হচ্ছে লাশকে (মৃত দেহকে)! অথচ আল-কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি আয়াতও নেই যা মৃত মানুষের জন্য।

কুরআন মানব জাতির সঠিক হিদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছে। তাই এর নাম হলো কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব শেষ নবী ও শ্রেষ্ঠতম রসূল মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে অহী যোগে নাযিল করা হয়েছে। এ কিতাব শুদ্ধভাবে পড়ে শুনানো এবং এর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও রসূল (সা.)-এর উপরই দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা এ কিতাবের রচয়িতা এবং রসূল (সা.) এর ব্যাখ্যাদাতা। মানব জাতির পার্থিব শান্তি ও পরকালীন মুক্তি এ কিতাবের শিক্ষার উপরই নির্ভরশীল। তাই এ কিতাব সব মানুষের পক্ষেই বুঝতে পারা সম্ভব। অবশ্য সবাই এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করার যোগ্য না-ও হতে পারে। আল্লাহ পাক কুরআন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"এটা মানুষের জন্য এক স্পষ্ট বর্ণনা (বায়ান) এবং মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

কুরআন থেকে হেদায়াত পাওয়ার জন্য কুরআনকে বুঝতে পারাই হলো প্রথম শর্ত। বুঝার সাথে সাথে তাকওয়ার শর্তও থাকতে হবে। কুরআন যা মানতে বলে তা মানতে রাজী হওয়া এবং যা ছাড়তে বলে তা ছাড়তে প্রস্তুত থাকাই হলো তাকওয়া। কিন্তু যে কুরআন বুঝে না সে কী করে তাকওয়ার পথে চলবে? তাই সবাইকেই প্রথমে কুরআন বুঝতে হবে।

কিন্তু যারা পার্থিব জীবনের সামান্য বছরের মধ্যে ৩০-৪০ বছর শুধু রুজি রোজগারের জন্যই বিভিন্ন শিক্ষায় খরচ করে, তারা যদি কুরআনকে ভালভাবে বুঝার চেষ্টা না করে তাহলে আখিরাতে আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে? দুনিয়াতে এত বিদ্যা শিখেও কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সত্যিই চরম লজ্জার বিষয়। যারা কিছু লেখাপড়া জানে তাদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব এবং একটু মনোযোগ দিলে এটা সহজও বটে। আরবী ভাষা যারা মোটামুটি বুঝে তারা কুরআন বুঝতে যে বেশী তৃপ্তি বোধ করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কুরআন বুঝবার জন্য আরবী জানা শর্ত নয়। আরবী না জানলেও কুরআনের বক্তব্য বুঝা সম্ভব।

--- One Ayah a Day

বুখারী থেকে কিছু সহীহ হাদীস

সলাতে সূরা ফাতিহা না পড়লে নামায হবে না

'উবাদাহ ইবনু সমিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সলাতে সূরাহ আল ফাতিহা পড়ল না তার সলাত হলো না।

হিজাব ও মোজার উপর মাস্হ করা

উমাইয়াহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ 'আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর পাগড়ীর উপর এবং উভয় মোজার উপর মাস্হ করতে দেখেছি।' মা'মার (রহ.) 'আমর (রহ.) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেন ঃ 'আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তা করতে দেখেছি।'

জুতা পড়ে সলাত আদায় করা

আবূ মাসলামাহ সা'ঈদ ইবনু ইয়াযীদ আল-আয্দী (রহ.) বলেন ঃ আমি আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তাঁর না'লাইন (চপ্পল) পরে সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

সুন্নাত নামায ঘরে আদায় করা উত্তম

ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরেও কিছু সলাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবর বানিয়ে নিও না।

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করা

আবূ কাতাদাহ সালামী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়।

তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়া এবং রুকু' হতে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো (রফেইয়াদাইন করা)

আবূ কিলাবাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছেন, তিনি যখন সলাত আদায় করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং তাঁর দু' হাত উঠাতেন। আর যখন রুকু' করার ইচ্ছা করতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন, আবার যখন রুকু' হতে মাথা উঠাতেন তখনও তাঁর উভয় হাত উঠাতেন এবং তিনি বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেছেন।

নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহের কারণে উযু করতে হয় না

'আব্বাদ ইবনু তামীম (রহ.)-এর চাচা হতে বর্ণিত। একদা আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, তার মনে হয়েছিল যেন সলাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন ঃ সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শোনে বা দুর্গন্ধ পায়।

--- তাওহীদ প্রকাশনী

কুরবানী সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য

আল্লাহ বলেছেন ঃ *'আমি জিন ও মানুষকে এ জন্য সৃষ্টি করেছি যে তারা শুধু আমার ইবাদত করবে।" (সুরা যারিয়াত ঃ ৫৬)*

'বল, আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোন শরিক নাই এবং আমি এ জন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলিম।' (সূরা আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

যে ব্যক্তি তার পিতামাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে পশু জবেহ করে আল্লাহ তার উপর লা'নত করেন। ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহর লা'নত করেন যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে প্রশ্রয় দেয়। যে ব্যক্তি জমির সীমানা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাকে লা'নত করেন। (সহীহ মুসলিম)

যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করা হয় তা হারাম

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে জবেহকৃত পশু আর শ্বাস রোধে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা জবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব হল পাপ-কার্য. । (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

বারা ইবনে আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেছেন ঃ যে ঈদের সলাতের পর কুরবানীর পশু জবেহ করল তার কুরবানী পরিপূর্ণ হল ও সে মুসলিমদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

'তোমাদের মাঝে যে কুরবানী করতে চায়, যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখার পর সে যেন কুরবানী সম্পন্ন করার আগে তার কোন চুল ও নখ না কাটে।' (সহীহ মুসলিম)

'আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এজন্য যে, তিনি তোমাদের পথ-প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং আপনি সুসংবাদ দিন সৎকর্মপরায়ণদেরকে।' (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৭)

কুরবানীর ওয়াক্ত বা সময়

কুরবানী নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ইবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানী আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। যারা ঈদের সলাত (নামায) আদায় করবেন তাদের জন্য কুরবানীর সময় শুরু হবে ঈদের সলাত আদায় করার পর থেকে। যদি ঈদের সলাত আদায়ের পূর্বে কুরবানীর পশু জবেহ করা হয় তাহলে কুরবানী আদায় হবে না।

আল-বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ (সা.) খুতবাতে বলেছেন ঃ এ দিনটি আমরা শুরু করব সলাত দিয়ে। অতঃপর সলাত থেকে ফিরে আমরা কুরবানী করব। যে এমন আমল করবে সে আমাদের আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করল। আর যে এর পূর্বে জবেহ করল সে তার পরিবারবর্গের জন্য গোশতের ব্যবস্থা করল। কুরবানীর কিছু আদায় হল না। (সহীহ বুখারী)

সলাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুরবানী পশু জবেহ না করে সলাতের খুতবা শেষ হওয়ার পর জবেহ করা ভাল।

জুনদাব ইবনে সুফিয়ান আল বাজালী (রা.) বলেছেন ঃ নবী কারীম (সা.) কুরবানীর দিন সলাত আদায় করলেন অতঃপর খুতবা দিলেন তারপর পশু জবেহ করলেন। (সহীহ বুখারী)

আর কুরবানীর সময় শেষ হবে যিলহাজ্জ মাসের তেরো তারিখের সূর্যাস্তের সাথে সাথে। অতএব কুরবানীর পশু জবেহ করার সময় হল চার দিন। যিলহাজ্জ মাসের দশ, এগারো, বার ও তেরো তারিখ।

মৃত ব্যক্তির পক্ষে কুরবানী

মূলতঃ কুরবানীর প্রচলন জীবিত ব্যক্তিদের জন্য। যেমন আমরা দেখি রসূলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবাগণ নিজেদের পক্ষে কুরবানী করেছেন। মৃত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট নামে নামে কুরবানী করা জায়েজ নয়।

মৃত ব্যক্তির জন্য সওয়াব প্রেরণের উদ্দেশ্যে আমাদের নিজেদের কুরবানীর সাথে মৃতদের নাম নিয়তের সাথে সংযুক্ত করে কুরবানী করা জায়েজ আছে। অবশ্য যদি কোন কারণে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য পূর্ণ একটি কুরবানী করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় ব্যক্তি নিজেকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী করেন। এটা মোটেই ঠিক নয়।

নিজ এবং পরিবারের পক্ষ হতে একটি কুরবানী দেয়া

হারুন ইবনু মারূফ (রহঃ)... আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানী করার জন্য শিংওয়ালা দুম্বাটি আনতে নির্দেশ দেন-যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (অর্থাৎ পায়ের গোড়া কালো ছিল), কালোর মধ্যে শুইতো (অর্থাৎ পেটের নিচের অংশ কালো ছিল) এবং কালোর মধ্য দিয়ে দেখতো (অর্থাৎ চোখের চারদিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়িশা (রা.)-কে বললেন, ছোরাটি নিয়ে এসো। অতঃপর বলেন, ওটা পাথরে ধার দাও। তিনি তা ধার দিলেন। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। তারপর সেটা যাবাহ করলেন এবং বললেন- "আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ হতে এটা কবুল করে নাও।" তারপর এটা কুরবানী করেন। (সহীহ মুসলিম)

কুরবানীর গোশত কারা খেতে পারবেন

'অতঃপর তোমরা উহা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্থকে আহার করাও।' (সূরা হাজ্জ ঃ ২৮)

রসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানীর গোশত সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেরা খাও ও অন্যকে আহার করাও এবং সংরক্ষণ কর।' (সহীহ বুখারী)

কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে খাওয়া যাবে। 'কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না' বলে যে হাদিস রয়েছে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে। তাই যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষণ করে রাখা যায়। কুরবানীর পশুর গোশত, চামড়া, চর্বি বা অন্য কোন কিছু বিক্রি করা জায়েজ নয়। কসাই বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসেবে কুরবানীর গোশত দেয়া জায়েজ নয়।

স্বামী-স্ত্রীর সুখী জীবনের কিছু টিপস

ছোটখাট জিনিস ধরা ও তর্ক-বিতর্ক করা

ছোটখাট বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা, যুক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে মিছামিছি বিজয়ী করার প্রবণতা দুঃখজনক। এ ধরনের প্রবণতা স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের চরিত্রেই থাকতে পারে যা পরিবার ও পারিবারিক জীবনে অশান্তির অনেক বড় কারণ। তাই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ছোটখাট জিনিস বা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা সমর্থন করে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ *"যে ব্যক্তি তার নফসকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠাতে পারল সেই সফলকাম।" (সূরা আত তাগাবুন ঃ ১৬)*

পরিবার ও পারিবারিক জীবনে এরকম খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে অনেক সময় মনোমালিন্য হয়ে থাকে। তাই এসব ছোটখাট বিষয়ে বিতর্ক করে স্বামী স্ত্রীর মাঝে মানুষের চিরশত্রু শয়তানকে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া অনুচিত। এটা অশান্তির নমুনা। এ ব্যাপারে স্বামী স্ত্রী উভয়কেই সতর্ক থাকা আবশ্যক। তবে একথাও সত্য স্বামী কোনো আদেশ দিলে স্ত্রী যদি তা পালনে অস্বীকার করে, তাকে দেখে যদি স্বামী আনন্দ না পায়, কোনো শপথ করলে তা যদি স্ত্রী পূরণ না করে, আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের প্রতিও স্বামীর ধনসম্পদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নেমে আসাটাই স্বাভাবিক ।

স্ত্রী পরিবারে শান্তি-অশান্তি দুটোই বয়ে আনতে পারে। অর্থাৎ যেসকল স্ত্রীলোক স্বামীর মন বুঝে স্বামীকে কষ্ট না দিয়ে সুন্দর করে কথা বলে, স্বামীর প্রতি খুব খেয়াল রাখে, স্বামীকেই তার জীবনের সবকিছুর সাথী হিসেবে গ্রহণ করে, স্বামীর প্রতি তার নিজেকে যথাসাধ্য আত্মনিয়োগ করে সেই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাওয়া নিশ্চিত। তবে স্বামীকেও বিবেকবান ও ধর্মপরায়ণ হতে হবে। আর যেসকল পরিবারে স্বামী বলে একটা স্ত্রী বলে তিনটা, স্বামীর সাথে সুন্দর করে কথা বলে না, স্বামীকে কোণঠাসা করতে পারলে নিজেকে সার্থক মনে করে, সে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অশান্তি বিরাজ করা স্বাভাবিক। স্বামীকে সুস্থ সুন্দর কর্মোদ্যমী ও উৎফুল্ল রাখতে একজন স্বামীপরায়ণা স্ত্রীর কাছে অন্য কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য কোনো কোনো স্ত্রী শুধু একটা কথা অর্থাৎ যে কথা বলার কারণে স্বামীর পুরো দিনটি সুন্দরভাবে অতিবাহিত হতে পারে সেই কথাটুকুও সুন্দর করে বলতে চায় না, বলে না। ফলে দিনের শুরুতেই স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের তিক্ততায় স্বামীর সমস্ত দিনটি মাটি হয়ে যায় যা দুঃখজনক।

একে অপরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝি

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝির ফলে অনেক সময় পারিবারিক জীবনে অশান্তি বিরাজ করে। এক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মন খুলে কথাবার্তা বলার ব্যাপারে দুর্বলতাই প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দেয়। স্বামী বা স্ত্রীর কোনো কাজের ফলে কখনো কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে পরবর্তীতে তা বিভিন্ন ছোটখাট কারণে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালক্রমে তা বিষয়টি অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ লাভ করে। অথচ এরকম সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করার জন্য উভয়েরই এগিয়ে আসা এবং খোলামেলা আলোচনা করাটা উত্তম।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে পরামর্শ না করা

অনেক স্বামীদের অভিযোগ স্ত্রীদের সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করলে বা পরিবার গঠনের কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানালে তারা তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দেয়। অনেক স্ত্রীরাই স্বামীর কোনো কোনো বিষয় নিজের কাছে গোপন রাখতে পারেন না। তাই স্বামী স্ত্রীর সাথে সাংসারিক জীবনের কোনো বিষয় নিয়ে পরামর্শ করতে চান না। কিন্তু স্ত্রীরা তা মানতে নারাজ। তারা নিজেদের দোষ স্বীকার করতে চান না। তাই স্বামীরা তাদের সাথে পরামর্শ করে না পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণের কারণে।

নিজের বাবার বাড়ির বড়াই না করা

এমন স্ত্রী আছেন যারা কথায় কথায় নিজের বাবার বাড়ির বড়াই করেন। মনে রাখবেন এটা অনৈসলামিক। বড়াই বা গর্ব-অহংকার করা ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এমন কিছু একদমই পছন্দ করেন না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন ঃ

"ভাল ও মন্দ বরাবর নয়। তুমি ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে তোমার পরম বন্ধুর মত। আর এহেন সুফল তার ভাগ্যেই জোটে যে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার অধিকারী এবং যে বিরাট সৌভাগ্যশালী।" (সূরা হামীম আস সাজদা ঃ ৩৪-৩৫)

সুতরাং মহান স্রষ্টা যা পছন্দ করেন না তাতো ধর্মীয় জ্ঞান যাদের আছে তাদের পছন্দ হওয়ার কথা নয়। এমনকি যে স্ত্রী তার বাবার বাড়ির অট্টালিকা বা প্রাচুর্যের বড়াই করে তার কাছেও অন্যরা এমনটি করলে তার পছন্দ হবে না।

কোনো মহিলা তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার দৈহিক বর্ণনা দেয়া নিষেধ

কোনো মহিলা কর্তৃক তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলাদের দৈহিক বর্ণনা বা তার ধৈর্য, সহ্য ও সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া অনুত্তম। কেননা নারী পুরুষের আকর্ষণ শরীয়াতসম্মত চিরন্তন। এ কারণেই জগতের স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাথে মুহব্বত ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করে থাকে। এ অবস্থায় অন্য কোনো নারীর শারীরিক গুণাবলী ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ কোনো পুরুষের কাছে বলা হলে সে পুরুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছা উভয়ভাবেই নিজ স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যেতে পারে। যা শরীয়াত সমর্থিত নয়। তাইতো ইসলাম কোনো মহিলাকে তার স্বামীর নিকট অন্য মহিলার সৌন্দর্য ও গুণাবলী বর্ণনা করতে নিষেধ করেছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন ঃ কোনো নারী অপর মহিলার সাথে একত্রে থাকার পর তার স্বামীর নিকট এমনভাবে তার দৈহিক বর্ণনা পেশ করবে না যেন সে তাকে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে। (সহীহ বুখারী)

ইবন মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, কোনো স্ত্রীলোক যেন অপর কোনো স্ত্রীলোকের খালি শরীর স্পর্শ না করে, যাতে সে তার শরীরে কমনীয়তা ও লাবণ্যতা সম্পর্কে তার স্বামীর নিকট বর্ণনা করতে পারে। যার ফলে তার স্বামী তাকে দেখার জন্য আকৃষ্ট হতে পারে। (আবু দাউদ)

বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বাছাই পদ্ধতি

--সচ্চরিত্র গঠনের রূপ রেখা

পাত্রের গুণাবলী

ইসলাম কন্যার পিতা বা অভিভাবকদের তাদের সতী-সাধবী নারীকে বিয়ে দেয়ার জন্য সৎ ও আদর্শবান পাত্র নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছে। কোনোভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ নামে খ্যাত কন্যাদের পাত্র হিসেবে যে কাউকে নির্বাচন করা এবং পরবর্তী জীবনে তাদের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি দ্বন্দ্ব-কলহ সংঘটিত হওয়া মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম সমর্থন করে না। তাই তো বিশ্বনবী মানবতার শ্রেষ্ঠ কল্যাণকারী মানুষ মুহাম্মাদ (সা.) কন্যাদের জন্য পাত্র নির্বাচনে নিম্নোক্ত গুণাবলীসমূহের প্রতি খেয়াল রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে (তোমাদের পাত্রীর) বিয়ে দাও। যদি তা না কর তবে পৃথিবীতে ফিতনা-ফাসাদ ও চরম বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। যদি তা না কর তবে সমাজে অশান্তি ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার মধ্যে কিছু (ত্রুটি) থাকলেও? তিনি বললেন, যার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্র তোমাদের মনঃপূত হয় সে যদি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তবে তার সাথে বিয়ে দাও। (রাবী বলেন) তিনি একথা তিনবার বললেন। (জামে আত তিরমিযী)

পাত্রীর গুণাবলী

অভিভাবক এবং পাত্র উভয়ে মিলে পাত্রী খুঁজতে ব্যস্ত। দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে কিন্তু পছন্দ হচ্ছে না। এ অবস্থায় অনেকেই মন্তব্য করে থাকে এমনিতে পাত্রী তো অনেক কিন্তু বিয়ের সময় যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্রী খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন প্রশ্ন হলো, কেমন পাত্রী খুঁজে বেড়ান অভিভাবক বা সম্ভাব্য পাত্ররা? আর নারীদের কেমন যোগ্যতা থাকা উত্তম? এ প্রসঙ্গে ইসলামের কোনো বক্তব্য আছে কী? হ্যাঁ, ইসলাম যেহেতু মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন বিধান তাই মানব জাতির আদর্শ জীবন ধারায় এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা থাকবে না তা তো হতে পারে না। তাইতো হাদীস এসেছে

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে পুণ্যবতী স্ত্রীলোকের চাইতে অধিক উত্তম কোনো সম্পদ নেই। (সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান নাসাঈ)

হাদীস অনুসারে সর্বোত্তম নারীর যে কয়টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা হলো,

১. পুণ্যবতী এবং আল্লাহভীতিসম্পন্ন নারী পৃথিবীর সকল সম্পদের চেয়ে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ।
২. যে সকল নারী শরীয়াত সম্পন্ন আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার মতো মনোভাব পোষণ এবং আত্মমর্যাদা তথা নিজের ইজ্জত সম্ভ্রম সংরক্ষণে সোচ্চার, সে সকল নারী উত্তম।
৩. স্বামীর পছন্দের মূল্যায়ন এবং কোনো কিছুর ব্যাপারে শুধু বিরোধিতার কারণে বিরোধিতা করে না, কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে কথা বলে না, সে মহিলারাই উত্তম।
৪. যে সকল নারী ঈমানদার এবং আখিরাতকে সামনে রেখে দুনিয়ার জীবনে যখন যা পায় তাতেই শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তারা উত্তম।

ধর্মপরায়ণা নারী বিয়ে করা

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে মহিলাদের বিয়ে কর। তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার ধর্মপরায়ণতা। অতএব তুমি ধর্মপরায়ণা নারীর সন্ধান কর। (সুনান ইবনে মাজাহ)

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের বিয়ে করো না। এই রূপ-সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। তোমরা শুধু সম্পদের মোহেও নারীদেরকে বিয়ে করো না। হয়তো এই সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিয়ে করো। চেপ্টা নাকবিশিষ্ট কুৎসিত দাসীও অধিক উত্তম যদি সে হয় ধর্মপরায়ণা। (ইবনে মাজাহ)

প্রশ্ন ঃ ইসলাম মহিলাদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে কেন তাদেরকে পর্দায় রাখতে চায় এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়?

---ড. জাকির নায়েক

উত্তর ঃ কেন ইসলাম পর্দায় বিশ্বাস করে এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দুটি সমাজকে বিশ্লেষণ করা যাক। যে দেশে সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয় সে দেশটি হল আমেরিকা। এফ.বি. আই (FBI) ১৯৯০ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সেখানে এক হাজার দুইশত পঞ্চাশ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। এটি হল কেবল প্রতিবেদনের তথ্য। ধর্ষণের মাত্র ১৬% রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা হল ৬,৪০,০০০ মহিলা যারা ধর্ষিতা হয়েছে। সংখ্যাটিতে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করলে দেখা যায় প্রতিদিন ১,৭৫৬ জন মহিলা আমেরিকায় ১৯৯০ সালে ধর্ষিতা হয়। ১৯৯১ সালে (১৯৯৩ সালের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী) ১.৩ জন প্রতি মিনিটে ধর্ষিতা হয়। আমরা কি জানি, কেন? আমেরিকা মহিলাদের অধিক অধিকার দিয়েছে এবং তারা অধিক হারে ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৬% অভিযোগের মাত্র শতকরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় যার ৫০% কে বিচারের আগেই ছেড়ে দেয়া হয়। মানে হল ০.৮% ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ একজন একশত বিশটি ধর্ষণ করলে ধরা পড়ার আশংকা মাত্র ১ বার। ১২০টি ধর্ষণ করলে একবার মাত্র ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে কে না চেষ্টা করবে। আবার এরও অর্ধেক পরিমাণে মামলার শাস্তি ১ বছরেরও কম। আমেরিকার আইনে আছে– "ধর্ষণের জন্যে যাবযজীবন কারাদণ্ড, যদি ১ম বার ধরা পড়ে তবে তাকে সুযোগ দেয়া হোক এবং ১ বছরের কম শাস্তি দেয়া হোক।"

যদি ধর্ষণের মোট সংখ্যা হিসাব করা হয়, তাহলে প্রতি কয়েক মিনিটেই ১টি হয়ে দাঁড়াবে। একটি সহজ প্রশ্ন যদি করা হয় ঃ যদি আমেরিকার সকল মহিলা হিজাব পড়েন তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, বাড়বে, নাকি কমবে? ইসলামকে সামগ্রিকভাবে বুঝা উচিত। যেখানে মহিলারা হিজাব পড়তে এবং পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে এবং এর পরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাহলে তার মৃত্যুদণ্ডকে কি আমরা বর্বর আইন বলতে পারি?

খ্রীষ্টান এবং মুসলিম নারীদের মধ্যে হিজাবের প্রচলন

Christian women who choose to follow their religion

Muslim women who choose to follow their religion

--- Young Muslims, What they should know about Islam

পর্দার উপকারিতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত পর্দা ব্যবস্থায় মানুষের বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

৬. পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের অন্তরকে শয়তানের কুপ্রবঞ্চনা থেকে মুক্ত রাখে।
৭. নারী ও পুরুষকে ব্যভিচার ও নোংরামি থেকে মুক্ত রাখে।
৮. নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনকে আদর্শিকভাবে সফল, সুশৃঙ্খল করে।
৯. সতী-সাধ্বী নারীরা দুশ্চরিত্র, উদ্দেশ্যমূলক মন্দ চাহনি বা অপবিত্র চক্ষু থেকে হিফাযতে থাকে।
১০. সতী-সাধ্বী নারীদের সন্তান-সন্ততির প্রতি কারো সন্দেহ পোষণ করার সুযোগ থাকে না।
১১. এতে মানব বংশ পূতঃপবিত্র থাকে।
১২. পর্দানশীল নারীর সতীত্ব ও পবিত্রতা স্বামী ও তার বংশের লোকদের নিকট নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয়। ফলে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়।
১৩. পর্দা ব্যবহার করে বেপর্দা জীবনের উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারার ফলে সকল ধরনের অসংগত মানসিক চিন্তা এবং যৌন রোগ থেকে নারী পুরুষ উভয়ই মুক্তি পায়।
১৪. এতে নারীর শারীরিক সৌন্দর্য ও কমনীয়তা অক্ষুণ্ন থাকে।
১৫. পর্দা নারীর মান-সম্মান ও তাদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির প্রতীক।
১. পর্দা নারীদের আভিজাত্যের প্রতীক।
২. পর্দা লজ্জা ঢেকে রাখার উত্তম পন্থা।
৩. পর্দা নারী ও পুরুষ উভয়ের সচ্চরিত্র গঠনে সহায়ক।
৪. পর্দা নারী ও পুরুষকে আল্লাহমুখী এবং যথাযথভাবে শরীয়তের বিধান আমল করার সুযোগ করে দেয়।
৫. পর্দা সমাজ ব্যবস্থাকে সুস্থ ও কল্যাণময় করে তোলে। সেইসাথে নারীদের সম্মান মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। তাছাড়া এক শ্রেণীর যুবক যারা পর্দা সংরক্ষণ করে মহান আল্লাহর আদেশ পালনে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, তাদের মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি এই অগাধ ভক্তি ও আল্লাহর আদেশ পালনে মাথানত দেখে তাদের প্রতি বিশেষভাবে দুর্বল হয়ে থাকে। ফলে এ বিয়ের ক্ষেত্রে সব ব্যবস্থা খুব সহজেই হয়ে যায়। আর এভাবেই পর্দা সমাজ জীবনকে সুস্থ রাখতে সক্ষম হয়। সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিয়েতে যে যৌতুক দাবি করার এক অশুভ প্রতিযোগিতা রয়েছে তা হবু স্ত্রীকে পর্দা করতে দেখে, আল্লাহর আদেশ পালন করতে দেখে নিজে যৌতুক দাবি করে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করবে এমন দুঃসাহস মুসলিম স্বামী মাত্রই দেখাতে চায় না। এতে কন্যা দায়গ্রস্ত হওয়া থেকেও মানুষ মুক্ত থাকতে পারে।

---জাবেদ মুহাম্মাদ

একজন নন-মুসলিমের মুসলিম হওয়ার শিক্ষণীয় ঘটনা

একজন জন্মগত ক্যানাডিয়ান নাগরিকের ঘটনা। বর্তমান নাম আবু হাফসা। তিনি জন্মান্ধ কিন্তু খুব ট্যালেন্টেড অর্থাৎ মেধা সম্পন্ন। আমরা জানি এই আধুনিক যুগে অন্ধরাও অন্যান্যদের মতো সব কিছুই করতে পারেন, তারা পড়াশোনা করেন, বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করেন। আর উন্নত দেশে হলে তো কথাই নেই। যাহোক, আবু হাফসা টরন্টোর একটি ইসলামিক কনফারেন্সে তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমাদের শিক্ষণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছাত্র জীবনে বই পড়তে খুবই পছন্দ করতেন। পাঠ্য বই পড়ার পাশাপাশি তিনি অন্যান্য বিষয়ের বইও পড়তেন। এক সময় তিনি MalcolmX এর জীবনী পড়লেন, ইসলামের ইতিহাস পড়লেন এবং তখন থেকে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। ইসলামকে আরো জানার জন্য এবং ইসলাম কবুল করার জন্য মুসলিমদেরকে খোঁজা শুরু করলেন। তিনি চিন্তা করলেন, মুসলিমদেরকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে? তার জানা মতে অনেক মুসলিমই পিজ্জা ডেলিভারি দেয়। তাই তিনি বিভিন্ন পিজ্জা স্টোরে ফোন করা শুরু করলেন। পিজ্জাম্যানদের থেকে তিনি কোন সাড়া পেলেন না, কারণ তারা তাকে দেখে কাষ্টমার হিসেবে, ইসলাম নিয়ে তারা মাথা ঘামান না। এবার তিনি আবিষ্কার করলেন যে এই শহরে সবচেয়ে বেশী ট্যাক্সি ড্রাইভার হচ্ছে মুসলিম। তিনি তখন ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলেন। কারণ ইসলাম নিয়ে তাদেরও কোন মাথা ব্যাথা নেই, তারা খুঁজে প্যাসেঞ্জার। তিনি যে শহরে থাকেন (Newfoundland) সেখানে মসজিদ খুবই কম। এবার তিনি একটি মসজিদের ঠিকানা যোগাড় করে সেখানে গেলেন ইসলামকে জানার জন্য, সেখানেও তেমন কাউকে পেলেন না। তবুও তিনি হাল ছাড়লেন না। তিনি তার পরিবারের সাথে পরামর্শ করলেন যে তিনি নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে যে শহরে সবচেয়ে বেশী মুসলিম বাস করে সেখানে যাবেন। যেই কথা সেই কাজ। তিনি প্লেনের টিকেট কেটে টরন্টো শহরে চলে এলেন। এবার তিনি ইসলামকে জানলেন, বুঝলেন এবং শাহাদাহ নিয়ে মুসলিম হলেন (১৯৯৬ সালে)। আলহামদুলিল্লাহ, আবু হাফসা বর্তমানে টরন্টোর একটি বড় মসজিদের ইমাম এবং নর্থ আমেরিকার একজন বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার। আরেকটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে তিনি অসাধারণ সুন্দর কুরআন তিলাওয়াত করেন। অবশ্যই ইউটিউবে দেখুন। http://www.youtube.com/watch?v=q9vE47VvQQY

কুরআন পোড়ানোর ঘোষণার মাধ্যমে দাওয়াতী কাজ

ক্যানাডায় সামারে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নরকম ফেস্‌টিভ্যাল হয়ে থাকে। আমরা অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজের উদ্দেশ্যে এই ক্যানাডিয়ান ফেস্‌টিভ্যালগুলোতে দাওয়া বুদ (স্টল) দিয়ে থাকি। সে বছর আমেরিকার ফ্লোরিডার একজন Pastor (ধর্ম-যাজক) Terry Jones আল-কুরআন পোড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলন। তার কিছুদিন পরেই ছিল টরন্টোতে ক্যাবেজ টাউন ফেস্‌টিভ্যাল। আমরা প্রতি বছর এই ফেস্‌টিভ্যালে দাওয়া বুদে অমুসলিমদেরকে ডেকে ডেকে কুরআনের কপি বিতরণ করে থাকি। কিন্তু এবার আর আমাদের কোন অমুসলিমকে ডেকে কুরআনের কপি দিতে হয়নি। শত শত অমুসলিম খুঁজে খুঁজে আমাদের বুদে এসে নিজে আগ্রহ করে চেয়ে চেয়ে কুরআনের কপি নিয়ে গেছেন। প্রথম দিনেই আমাদের স্টকে থাকা সব কুরআনের কপি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবছর আমাদের আর প্রচার করতে হয়নি। তারা পড়ে দেখতে চায় এই বইয়ের ভিতর এমন কী আছে যে চার্চের একজন পাদ্রী ঘোষণা দিয়ে ঘটা করে তা পোড়াতে চায়! আলহামদুলিল্লাহ, এই পাদ্রী ইসলামের দাওয়াতী কাজ অর্ধেক করে দিয়েছেন। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে আল-কুরআন পোড়ানোর ঘটনার পরে অসংখ্য অমুসলিম নরনারী ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখান থেকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ইউটিউবে উপভোগ করুন। ক্লিক করুন ঃ
http://www.youtube.com/watch?v=7zAPMNt16Us
অথবা ইউটিউবে টাইপ করুন ঃ Burn Koran Day: Watch Florida Pastor Terry Jones Burn Quran

---সম্পাদক

মুনাফিক কে ?

অর্থ - কপটাচারী, ভন্ড, প্রতারক। যে ব্যক্তি বাহ্যিক/মৌখিকভাবে মুসলিম কিন্তু অন্তরে ইসলামে ঈমান নেই, সেই ব্যক্তি একজন মুনাফিক। আল্লাহ মুনাফিকদের অত্যন্ত অপছন্দ করেন। ওদের জন্যে জাহান্নামের নিম্নতম স্তর (সূরা আন নিসা ঃ ১৪৫)। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে মুনাফিকদের চারটি লক্ষণ ঃ (ক) সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, (খ) মিথ্যা বলে, (গ) চুক্তি ভংগ করে, এবং (ঘ) তার মুখ থেকে কুৎসিৎ গালি বের হয়। (সহীহ বুখারী)

ফাসিক কে ?

পাপী (গুনাহগার), সৎপথত্যাগী, চরিত্রহীন (immoral), আল্লাহতে অবিশ্বাসী, অসৎকর্মকারী ইত্যাদি। মূল ধাতু ফাসাকা, সেটা থেকে ফিস্‌ক (Fisq)। ফিস্‌ক কথাটার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা, আইনভংগ করা, পাপ-পংকিল ও চরিত্রহীনতার জীবন ইত্যাদি। সূরা বাকারার ১৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ফুসুক (ফিস্‌ক কথাটার বহুবচন – অন্যায়/অশ্লীল কাজকর্ম) থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফাসিকদের তিনি শাস্তি দেবেন একথা তাঁর কুরআনে আল্লাহ বহু আয়াতেই উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সেই ধর্মের নির্দেশ অস্বীকার করা বা অমান্য করাও ফিস্‌কের অপরাধের অন্তর্ভূক্ত।

For your feedback please contact...

Editor: Amir Zaman, Associate Editor: Nazma Zaman
Quran & Sahih Hadith Based (Non-Political, Non-Sectarian) Community Development Magazine
Published by: Institute of Social Engineering (ISE), Canada
Phone: 647-280-9835, Email: themessagecanada@gmail.com, www.themessagecanada.com